# মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গবেষণা নির্দেশিকা, ২০১৭

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

গবেষণা অধিশাখা

(আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত সংশোধিত)

দেশের সার্বিক উন্নয়ন-সংশ্লিষ্ট সমসাময়িক ও জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এবং গবেষণালব্ধ জ্ঞান নীতিনির্ধারণী ক্ষেত্রে নীতি-উপাত্ত (Policy Input) হিসাবে সরবরাহের নিমিত্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক এই নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হইলো।

**১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন:**

(ক) এই নির্দেশিকা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গবেষণা নির্দেশিকা, ২০১৭ (আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত সংশোধিত) নামে অভিহিত হইবে।

(খ) এই নির্দেশিকা কেবল মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত গবেষণা কার্যক্রমের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

**২। সংজ্ঞা:**

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই নির্দেশিকায়-

(ক) "গবেষক" বলিতে এই নির্দেশিকার অধীনে গবেষণার উদ্দেশ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে।

(খ) "গবেষণার সময় বা মেয়াদ" বলিতে ১৮ (আঠারো) মাস বা ১.৫ (দেড়) বৎসর বুঝাইবে; তবে, ক্ষেত্র বিশেষে কর্তৃপক্ষ এই সময় হ্রাস-বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(গ) "কর্তৃপক্ষ" বলিতে মন্ত্রিপরিষদ সচিব অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অথবা মনোনীত কর্মকর্তা।

**৩। গবেষণার উদ্দেশ্য:**

(ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও মাঠ প্রশাসনের নবম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তাদের গবেষণা ভিত্তিক জ্ঞান, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি এবং উদ্ভাবন সক্ষমতার বিকাশ ঘটানো।

(খ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কার্যক্রম সংক্রান্ত বিষয়ে সঠিক ও সময়োপযোগী তথ্য-উপাত্ত (input) সরবরাহ করা।

(গ) সমসাময়িক ও জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল সরকারের নীতি (Policy) প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করা।

**৪। গবেষণার বিষয়বস্তু:**

(ক) দেশের সমসাময়িক উন্নয়ন ও জনপ্রশাসন সম্পর্কিত বিষয়সমূহ;

(খ) সুশাসন, প্রশাসনিক সংস্কার, নাগরিক সেবা ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত বিষয়সমূহ;

(গ) জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ;

(ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও মাঠ প্রশাসনের কাজের সহিত সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ;

(ঙ) সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার উদ্যোগ, নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি; এবং

(চ) কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী যে কোন বিষয় অথবা বিষয়সমূহ।

**৫। গবেষণার আর্থিক সীমা:**

(১) আর্থিক সংশ্লেষ বিবেচনায় তিন ধরনের গবেষণা প্রকল্প থাকিবে:

(ক) ক শ্রেণি: ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকার উর্ধ্ব হইতে ২৫,০০,০০০/- (পঁচিশ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত প্রাক্কলিত বাজেট সম্বলিত;

(খ) খ শ্রেণি: ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকার উর্ধ্ব হইতে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত প্রাক্কলিত বাজেট সম্বলিত; এবং

(গ) গ শ্রেণি: অনূর্ধ্ব ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকার প্রাক্কলিত বাজেট সম্বলিত;

(২) কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে গবেষণা প্রকল্পের ব্যাপ্তি (Scope) বিবেচনায় আর্থিক পরিধি পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে।

**৬। গবেষণা দল:**

(ক) এককভাবে কোনো গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হইবে না। দলগতভাবে গবেষণা প্রস্তাব দাখিল করিতে হইবে। 'ক' শ্রেণির গবেষণার ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৪ জন এবং 'খ' ও 'গ' শ্রেণির গবেষণার ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৩ জনের দল গবেষণা কার্য পরিচালনা করিবে; তবে, এই সকল গবেষণা দলে কমপক্ষে দুইজন সদস্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তা হইবেন;

(খ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও মাঠ প্রশাসন বহির্ভূত প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও গবেষণা কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বা স্বীকৃত গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত গবেষক বা অবসরপ্রাপ্ত কোন সরকারি কর্মকর্তাকে এই নির্দেশিকার ৭ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত যোগ্যতাপূরণ সাপেক্ষে গবেষণা দলে অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে; তবে 'ক' এবং 'খ' শ্রেণির গবেষণার ক্ষেত্রে এই নির্দেশিকার ৭ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত যোগ্যতাসম্পন্ন গবেষকগণের মধ্য হইতে ন্যূনতম একজনকে আবশ্যিকভাবে গবেষণা দলে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের একজন কর্মকর্তা গবেষণা দলের দলনেতার দায়িত্ব পালন করিবে। তবে, তিনি বদলি হইলে গবেষণা দলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অবশিষ্ট সদস্যগণের মধ্য হইতে জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা দলনেতার দায়িত্ব পালন করিবেন;

(ঘ) গবেষণা চলমান থাকা অবস্থায় যদি গবেষণা দলে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সকল কর্মকর্তাই বদলী হইয়া যায় সেই ক্ষেত্রে গবেষণা দল কর্তৃক নতুনভাবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের একজন কর্মকর্তাকে গবেষণা দলে অন্তর্ভুক্তিসহ দলনেতা হিসেবে দায়িত্ব পালনের প্রস্তাব প্রেরণ করিবে। প্রস্তাবটি সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার পর্যায়ে অনুমোদনযোগ্য হইবে।

(ঙ) কর্তৃপক্ষ সমসাময়িক ও জনগুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ের উপর গবেষণা প্রস্তাব দাখিল ও পরিচালনার জন্য এই বিভাগের যে কোনো Thematic Group বা উপযুক্ত কর্মকর্তাগণকে দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবে।

(চ) কর্তৃপক্ষ বিশেষ প্রয়োজনে স্বীকৃত গবেষণা প্রতিষ্ঠান/বিশ্ববিদ্যালয়কে নির্ধারিত বিষয়ের উপর গবেষণা পরিচালনার জন্য আহ্বান করিতে পারিবে।

**৭। গবেষকদের যোগ্যতা:**

(ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং মাঠ প্রশাসনে কর্মরত ৯ম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তা;

(খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যূনতম সহকারী অধ্যাপক (পিএইচডি ডিগ্রিধারী);

(গ) স্বীকৃত গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত গবেষক (গবেষণা কাজে ন্যূনতম ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা এবং আন্তর্জাতিক জার্নালে কমপক্ষে ২ (দুই)টি প্রকাশনা থাকিতে হইবে);

(ঘ) পিএইচডি ডিগ্রিসহ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃত জার্নালে কমপক্ষে ২ (দুই)টি প্রকাশনা রহিয়াছে এইরূপ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা;

(ঙ) গবেষকগণের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার বিষয়ে কোনরূপ আপত্তি বা প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(চ) একজন গবেষক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক একইসময়ে পরিচালিত কেবল একটি গবেষণায় সম্পৃক্ত হইতে পারিবেন।

(ছ) গবেষণা প্রস্তাব অনুমোদনের পূর্বে গবেষণা প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কোনো কর্মকর্তা বদলি হইলে সেই ক্ষেত্রে তিনি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তা হিসাবে গবেষণা প্রস্তাবে বিবেচিত হইবেন না।

(জ) গবেষণা শাখা ও গবেষণা প্রস্তাব অনুমোদন প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তা এবং গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য যাহারা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তা তাহারা গবেষণা কর্মে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

**৭.১ গবেষকদের অযোগ্যতা:**

(ক) চাকরিবিধি বা প্রচলিত আইনের আওতায় শাস্তিপ্রাপ্ত হইলে; এবং

(খ) বুদ্ধিবৃত্তিক বা নৈতিক অসততার অভিযোগে অভিযুক্ত হইলে।

## ৮। গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি :

| | |
|---|---|
| (ক) সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ | সভাপতি |
| (খ) অনুবিভাগ প্রধান (সকল), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ | সদস্য |
| (গ) প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার) | সদস্য |
| (ঘ) যুগ্মসচিব/উপসচিব (পরিকল্পনা ও বাজেট অধিশাখা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ | সদস্য |
| (ঙ) যুগ্মসচিব/উপসচিব (প্রকল্প ও গবেষণা অধিশাখা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ | সদস্য |
| (চ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত স্বীকৃত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের স্বনামধন্য ২ (দুই)জন গবেষক | সদস্য |
| (ছ) কমিটি প্রয়োজনে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বা একাধিক শিক্ষক অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে; | সদস্য |
| (জ) উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব (গবেষণা অধিশাখা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ | সদস্য-সচিব |

* গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে অন্য কোন সদস্য কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

### (২) গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যপরিধি:

(ক) গবেষণা প্রস্তাব আহ্বান, প্রাপ্ত প্রস্তাব পর্যালোচনা ও প্রাথমিকভাবে বাছাই করা;

(খ) গবেষণা প্রস্তাবের বিষয়ে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট মতামত/সুপারিশ প্রদান করা;

(গ) গবেষণা প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন তদারকি ও সমন্বয় সাধন করা;

(ঘ) গবেষণা কার্যক্রমের অগ্রগতি মূল্যায়ন;

(ঙ) সম্পাদিত গবেষণার ফলাফল প্রকাশনা সম্পর্কে মতামত প্রদান এবং গবেষণার ফলাফলের বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান;

(চ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুমোদিত গবেষণা প্রস্তাবসমূহ পরিমার্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট গবেষকগণকে পরামর্শ প্রদান;

(ছ) এই নির্দেশিকার ৪ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত গবেষণার পরিধির আলোকে এই কমিটি গবেষণার বিষয়বস্তুর অগ্রাধিকার নির্বাচন করিতে পারিবে।

(জ) গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণের সম্মানি কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে নির্ধারণ করা যাইবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গবেষণা খাতের বরাদ্দ হইতে উক্ত সম্মানির ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।

(ঝ) অনুমোদিত গবেষণা কার্যক্রমসমূহের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ/পর্যালোচনা, বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সাধনে গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি গবেষণা কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর প্রতি তিন মাস অন্তর কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হইবে। প্রয়োজনে কমিটি যে-কোনো সময় সভায় মিলিত হইতে পারিবে।

(ঞ) গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির কোনো কর্মকর্তা কোনো গবেষণা দলে অন্তর্ভুক্ত থাকিলে, তিনি নিজ দলের গবেষণা প্রস্তাব যাচাই, নির্বাচন ও মূল্যায়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(ট) কমিটির সভায় অর্ধেকের বেশি সদস্য উপস্থিত থাকিলে কোরাম পূর্ণ হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

**৯। গবেষণা প্রস্তাব অনুমোদন:**

(ক) গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত প্রস্তাব কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হইবে।

(খ) অনুমোদিত গবেষণা প্রস্তাবসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণার বাজেট উল্লেখ করে গবেষণা অধিশাখা অফিস আদেশ জারি করিবে।

**১০। গবেষণা প্রস্তাবে যে সকল বিষয় অথবা অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত থাকিবে:**

(১) একটি গবেষণা প্রস্তাবে সাধারণভাবে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে:

(ক) গবেষণার শিরোনাম (প্রস্তাবিত গবেষণার সহিত তাৎপর্যপূর্ণ এবং উদ্দেশ্যের সহিত অর্থবোধক);
(খ) ভূমিকা (Introduction);
(গ) সমস্যা চিহ্নিতকরণ (Problem Identification/ Problem Statement);
(ঘ) গবেষণার প্রশ্ন (Research Question);
(ঙ) গবেষণার যৌক্তিকতা (Rationale of the Research);
(চ) গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives);
(ছ) প্রত্যাশিত ফলাফল (Expected Result) (Optional);
(জ) গবেষণার পরিধি (Scope of Research);
(ঝ) গবেষণা পদ্ধতি (Methodology);
(ঞ) তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ (Data Analysis);
(ট) সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা (Time-bound Action Plan); এবং
(ঠ) প্রস্তাবিত বাজেট (Proposed Budget)।

(২) গবেষণা প্রস্তাবের সাথে Flow-chart আকারে গবেষণার ডিজাইন (Research Design) দাখিল করিতে হইবে। যাহাতে গবেষণার পদ্ধতি, কর্মপরিকল্পনা, তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ সংক্রান্ত রূপরেখা ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

(৩) গবেষকদের জীবনবৃত্তান্ত প্রদান করিতে হইবে।

**১১। গবেষণা প্রস্তাব আহ্বান, অনুমোদন ও বাস্তবায়নের সময়সূচি:**

গবেষণা প্রস্তাব আহ্বান ও অনুমোদনের জন্য নিম্নরূপ সময়সূচি অনুসরণ করা হইবে:

**(১) গবেষণা শুরুর পূর্বের কার্যক্রম:**

(ক) গবেষণা প্রস্তাব আহ্বান: প্রতি বৎসর ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে;

(খ) গবেষণা প্রস্তাব গ্রহণ: প্রতি বৎসর ৩১ অক্টোবরের মধ্যে;

(গ) গবেষণা প্রস্তাব বাছাই ও সুপারিশ চূড়ান্তকরণ: ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে;

**(২) গবেষণা প্রস্তাব অনুমোদনের পরের কার্যক্রম:**

(ঘ) গবেষণা প্রস্তাব অনুমোদনের পর গবেষণা দলের দলনেতার অনুকূলে অফিস আদেশ জারি সম্পন্ন করিতে হইবে;

(ঙ) প্রথম কিস্তির অর্থ ছাড়করণ ৩১ জানুয়ারির মধ্যে;

(চ) প্রথম কিস্তিতে ছাড়কৃত অর্থের সমন্বয় বিল সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের ১২ জুনের মধ্যে দাখিল করিতে হইবে;

(ছ) ০১ জানুয়ারি থেকে গবেষণার ১৮ মাসের হিসাব আরম্ভ হইবে;

(জ) গবেষণা কার্যক্রমের কারিগরি ও পদ্ধতিগত মূল্যায়ন ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে হইবে;

(ঝ) গবেষণার খসড়া প্রতিবেদন দাখিল পরবর্তী অর্থবছরের ৩১ জানুয়ারির মধ্যে এবং প্রতিবেদনের দ্বিতীয় মূল্যায়ন পরবর্তী অর্থবছরের ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে;

(ঞ) দ্বিতীয় মূল্যায়নের আলোকে সংশোধিত খসড়া প্রতিবেদন দাখিল পরবর্তী অর্থবছরের ৩১ মার্চের মধ্যে;

(ট) চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরবর্তী অর্থবছরের ১৫ এপ্রিলের মধ্যে তৃতীয় কিস্তির অর্থ ছাড়;

(ঠ) তৃতীয় কিস্তিতে ছাড়কৃত অর্থের সমন্বয় বিল সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের ১২ জুনের মধ্যে দাখিল করিতে হইবে;

(ড) ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক চূড়ান্ত মূল্যায়ন ও সুপারিশ পরবর্তী অর্থবছরের ৩০ এপ্রিলের মধ্যে;

(ঢ) ব্যবস্থাপনা কমিটির মূল্যায়ন ও সুপারিশের আলোকে পরবর্তী অর্থবছরের ০৫ জুনের মধ্যে চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাঁধাইকৃত ৩ কপি ও সফ্‌টকপি) দাখিল করিতে হইবে।

(৩) উপর্যুক্ত সময়সীমা কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে হ্রাস-বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

**১২। গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়ন:**

(১) গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়নের নিমিত্ত কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে এক বা একাধিক মূল্যায়ন কমিটি গঠন করিবে;

(২) মূল্যায়ন কমিটি প্রতিটি গবেষণা কার্যক্রম নিম্নোক্তভাবে মূল্যায়ন করিবে:

(ক) গবেষণা প্রস্তাব অনুমোদনের পর মূল্যায়ন কমিটি গবেষণা দলের উপস্থিতিতে সভা আয়োজনের মাধ্যমে গবেষণার কারিগরি ও পদ্ধতিগত (গবেষণার পদ্ধতি, তথ্য সংগ্রহ ও প্রশ্নমালা) মূল্যায়ন করিবে;

(খ) গবেষণা দল গবেষণার চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে মূল্যায়ন কমিটির সদস্যগণের উপস্থিতিতে একটি সেমিনারের আয়োজন করিবে এবং ইহার মাধ্যমে

গবেষণা প্রতিবেদনের দ্বিতীয় মূল্যায়ন সম্পন্ন হইবে। সেমিনারের ব্যয় সংশ্লিষ্ট গবেষণা দল বহন করিবে।

(গ) দ্বিতীয় মূল্যায়নে প্রাপ্ত সুপারিশের আলোকে গবেষণা দল কর্তৃক প্রণীত সংশোধিত চূড়ান্ত প্রতিবেদন, গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক তৃতীয় বার মূল্যায়ন করা হইবে।

(ঘ) তৃতীয় বা চূড়ান্ত মূল্যায়নের সুপারিশের আলোকে গবেষণা দল গবেষণা কর্মের চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাঁধাইকৃত ৩ কপি ও সফটকপি) গবেষণা শাখায় দাখিল করিবে।

(ঙ) মূল্যায়ন কমিটি প্রয়োজনে গবেষণাকর্ম রিভিউ করার এবং রিভিউকারীর নাম সুপারিশ করিতে পারিবে।

**১৩। গবেষণার চূড়ান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন:**

(ক) চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে গবেষণা দলসমূহ এক বা একাধিক গবেষণা সেমিনার আয়োজন করিবে;

(খ) সেমিনারে উপস্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট গবেষণা দল প্রয়োজনীয় সংখ্যক গবেষণা প্রতিবেদনের হার্ডকপি এবং সফটকপি দাখিল করিবে;

(গ) আয়োজিত সেমিনারে গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ছাড়াও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মনোনীত কর্মকর্তা এবং গবেষণার বিষয়বস্তুর সহিত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিকে উৎসাহিত করা হইবে; এবং

(ঘ) প্রয়োজনে দেশি/বিদেশি বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণের লক্ষ্যে অনলাইনে যুক্ত করা যাইবে।

**১৪। গবেষণা প্রতিবেদনের স্বত্ব:**

গবেষণা প্রতিবেদনের স্বত্ব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নিকট ন্যস্ত থাকিবে। কর্তৃপক্ষের অনুমোদন-সাপেক্ষে গবেষণা দল কর্তৃক দেশি বিদেশি স্বীকৃত জার্নালে প্রকাশনাকে উৎসাহিত করা হইবে। আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিসম্পন্ন জার্নালে গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশিত হইলে উক্ত গবেষণা দলকে পুরস্কৃত করা হইবে। গবেষণা খাতের বরাদ্দ হইতে উক্ত পুরস্কারের ব্যয় নির্বাহ করা হইবে। বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ (Intellectual Property) ও কপিরাইট (Copyright)-সংক্রান্ত বিষয়ে 'কপিরাইট আইন, ২০২৩' এবং এই সংক্রান্ত প্রচলিত অন্যান্য আইন এবং বিধি-বিধান অনুসরণ করিতে হইবে। কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় গবেষণার ফলাফল সংক্রান্ত কোন মতামত প্রদান বা প্রতিবেদন প্রকাশ করা যাইবে না।

**১৫। গবেষণা কার্যক্রমের আর্থিক ব্যবস্থাপনা:**

**১৫.১ তহবিলের উৎস:**

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাধারণ কার্যক্রমের পরিচালন অংশের গবেষণা ব্যয় (কোড নম্বর - ৩২৫৭১০৩) খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ।

**১৫.২ সম্মানি:**

(ক) প্রতিটি গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়নের জন্য মূল্যায়নকারীগণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হারে সম্মানি পাইবেন এবং গবেষণা খাতের বরাদ্দ হইতে বিধি মোতাবেক উক্ত সম্মানির অর্থ পরিশোধ করিতে হইবে; এবং

(খ) গবেষণার বিষয় নির্ধারণ, গবেষণা প্রস্তাব পর্যালোচনাপূর্বক প্রাথমিক বাছাই, গবেষণার মধ্যবর্তী ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা ইত্যাদি বিষয়ে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কশপ/সেমিনারের ব্যয় অর্থবিভাগ কর্তৃক জারিকৃত বিধি-বিধান অনুযায়ী গবেষণা খাতের বরাদ্দ হইতে নির্বাহ করিতে হইবে।

**১৫.৩ গবেষণা দল/প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বরাদ্দকৃত বাজেট বিভাজন:**

(ক) প্রতিটি অনুমোদিত গবেষণা কার্যক্রমের অনুকূলে বরাদ্দকৃত বাজেটের সর্বোচ্চ ৫০% অর্থ গবেষণা দলের সদস্যগণ সম্মানি হিসেবে প্রাপ্য হইবেন। অবশিষ্ট অর্থ গবেষণা সহায়তা ব্যয় খাতে অন্তর্ভুক্ত থাকিবে;

(খ) যাতায়াত ও দৈনিক ভাতা (সরকারি ভাতার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া), গবেষণা প্রস্তাব সেমিনারে উপস্থাপন ব্যয় এবং মধ্যবর্তী ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন ও মুদ্রণ ব্যয়। তাছাড়া তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ, খসড়া ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন মুদ্রণ ও বাঁধাই ব্যয়, স্টেশনারিসহ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় ইত্যাদি গবেষণা সহায়তা ব্যয় খাতে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে এবং

(গ) কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত অনুমোদিত বাজেট বিভাজনের বাহিরে কোন গবেষণা দল ব্যয় নির্বাহ করিতে পারিবে না। সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আর্থিক বিধি-বিধান অনুসরণ করিতে হইবে।

**১৫.৪ গবেষণা কার্যক্রমের অর্থ প্রদান, হিসাব সংরক্ষণ ও সমন্বয়করণ:**

(ক) অনুমোদিত গবেষণা কার্যক্রমের অর্থ তিন কিস্তিতে গবেষণা দলের দলনেতার অনুকূলে নিম্নরূপভাবে ছাড় করা হইবে-

i. গবেষণা অধিশাখা কর্তৃক গবেষণা পরিচালনার জন্য সরকারি আদেশ জারির পর অনুমোদিত গবেষণার মোট বরাদ্দের শতকরা ৩০% অর্থ প্রথম কিস্তিতে ৩১ জানুয়ারির মধ্যে ছাড় করা হইবে;

ii. অনুমোদিত গবেষণার ডাটা সংগ্রহের পর সন্তোষজনক অগ্রগতি অবহিতকরণ সাপেক্ষে অনুমোদিত বরাদ্দের শতকরা ৪০% অর্থ দ্বিতীয় কিস্তিতে ছাড় করা হইবে। এই ক্ষেত্রে গবেষণা দল দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ ছাড়ের জন্য অধিযাচন পত্র (অগ্রগতির বর্ণনাসহ) গবেষণা শাখায় আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করিবে;

iii. দ্বিতীয় মূল্যায়নের সুপারিশের আলোকে প্রণীত চূড়ান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিলের পর পরবর্তী অর্থবছরে ১৫ এপ্রিলের মধ্যে অনুমোদিত বরাদ্দের শতকরা ৩০% বা অবশিষ্ট অর্থ তৃতীয় কিস্তি হিসেবে ছাড় করা হইবে।

(খ) গবেষণা দল ব্যয়কৃত অর্থের ভাউচার, রশিদ, ব্যয় বিবরণী ইত্যাদি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের হিসাব শাখায় জমা প্রদানপূর্বক গৃহীত অগ্রিম সমন্বয় করিবে।

(গ) যেই অর্থবছরে কিস্তির অর্থ উত্তোলন করা হইবে সেই অর্থবছরেই অর্থ বিভাগের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমন্বয় বিল মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের হিসাব শাখায় গবেষণা দল কর্তৃক দাখিল করিতে হইবে।

(ঘ) গবেষণা দলের দলনেতাকে গবেষণার অর্থ ব্যয়-সংক্রান্ত দায়দায়িত্ব বহন করিতে হইবে।

(ঙ) 'মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিদ্যমান প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা ২০২২' অনুযায়ী গবেষণার প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তির মঞ্জুরি অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (সংস্কার) পর্যায়ে ও তৃতীয় কিস্তির মঞ্জুরি মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয় পর্যায়ে নিষ্পত্তি হইবে।

**১৬। গবেষণা কার্যক্রমে গৃহীত অর্থের জবাবদিহিতা:**

(ক) নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কোনো গবেষণা প্রতিবেদন গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট জমা প্রদান না করিলে কিংবা গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক জমাকৃত গবেষণা পরিত্যাজ্য/বাতিল হইলে সংশ্লিষ্ট গবেষণা খাতে গৃহীত অর্থ গবেষণা দল ফেরত প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে;

(খ) গবেষণার ব্যয়ভার নির্বাহের পর যদি কোনো পরিমাণ অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিয়া যায় তাহা গবেষণা দলের দলনেতা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ফেরত প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন;

(গ) যদি গবেষণা দলের কোন সদস্য বা গবেষণায় নিয়োজিত অন্য কোনো ব্যক্তি তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হন তাহা হইলে তাহার ক্ষেত্রে গৃহীত অগ্রিম ফেরত প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন; এবং

(ঘ) এই অনুচ্ছেদের বিধান অনুসরণে অর্থ ফেরত প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যত্যয় ঘটিলে প্রচলিত আইন অনুযায়ী তাহা আদায় করা যাইবে।

**১৭। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ:**

গবেষণা কার্যক্রমের আর্থিক বিষয়ে কোনো অডিট আপত্তি উত্থাপিত হইলে উক্ত আপত্তি নিষ্পত্তির দায় গবেষণা দলের দলনেতার উপর বর্তাইবে। অডিট আপত্তি এবং অর্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সরকারি আর্থিক বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

**১৮। গবেষণা কার্যক্রমে নিয়োজিত গবেষকদের লিখিত অঙ্গীকারনামা দাখিল:**

(ক) গবেষণা কার্যক্রমে নিয়োজিত গবেষণা দলের সদস্যগণ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে এই মর্মে লিখিত অঙ্গীকার দাখিল করিবেন যে তাহারা নির্দিষ্ট সময়ে গবেষণার কাজ সম্পাদন করিবেন এবং কোনো কারণে গবেষণা অসম্পূর্ণ রাখিয়া গবেষণা থেকে অব্যাহতি নিলে গৃহীত সম্মানি/অর্থ ফেরত প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন; এবং

(খ) গবেষণায় পরিচালিত কার্যক্রম এবং প্রকাশিত ফলাফল/মতামত/সুপারিশের দায় একান্তভাবে গবেষকের নিজস্ব, এই ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কোনো দায়দায়িত্ব বহন করিবে না। এই মর্মে গবেষকগণ লিখিত অঙ্গীকারনামা প্রদান করিবে।

**১৯। বিবিধ:**

(ক) গবেষণা প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন প্রাপ্তির পর কোনো গবেষণা দল গবেষণা পরিচালনা করিতে অপারগতা প্রকাশ করিলে পরবর্তী দুই অর্থবছর তাঁহারা কোনো গবেষণা প্রস্তাব দাখিল করিতে পারিবেন না;

(খ) গবেষণা দলের সদস্যগণ নিজে অথবা তথ্য সংগ্রাহকের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন; এইক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রাহককে সম্মানি প্রদান করা যাইবে;

(গ) গবেষণা দলের কোনো সদস্য পরিবর্তন/সংযোজনের প্রয়োজন হইলে গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে উক্তরূপ পরিবর্তন/সংযোজন করা যাইবে;

(ঘ) গবেষণা দল কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে Plagiarism পরিহার্য। কর্তৃপক্ষ বা গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি গবেষণার স্বচ্ছতা ও সৃজনশীলতা পরিবীক্ষণ তথা গবেষণা প্রতিবেদনের মৌলিকত্ব যাচাইয়ের লক্ষ্যে প্রযুক্তির (সফটওয়্যার) ব্যবহার করিবার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে। এইক্ষেত্রে কোন সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা বা প্রযুক্তি (সফ্টওয়্যার) ক্রয় করিয়া এই কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করিতে পারিবে। কোনো দলের প্রতিবেদনে Plagiarism প্রমাণিত হইলে ঐ দলের সদস্যগণ পরবর্তী সকল সময়ের জন্য গবেষণা কাজে অযোগ্য বিবেচিত হইবেন;

(ঙ) প্রদত্ত প্রতিবেদন মৌলিক এবং প্রতিবেদন বা ইহার কোন অংশ অপর কোন প্রতিবেদন বা উৎস হইতে আহরিত নয় মর্মে গবেষণা দলের সদস্যগণ প্রত্যয়ন প্রদান করিবেন;

(চ) প্রতিবেদনে ব্যবহৃত তথ্য-উপাত্তের Reference স্বীকৃত পদ্ধতিতে প্রদান করিতে হইবে;

(ছ) গবেষণা কাজে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ethical issues নিশ্চিত করিতে হইবে; জাতি, গোষ্ঠী, সমাজ, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে কোনো ব্যক্তিকে হেয় প্রতিপন্ন করে - এই ধরনের কোনো গবেষণা প্রস্তাব গ্রহণ বা প্রশ্নপত্র প্রণয়ন কিংবা কাহাকেও পীড়া দেয় - এইরূপ কোনো মন্তব্য, বিবৃতি, ছবি, প্রতীক - ইত্যাদি প্রতিবেদনে ব্যবহার করা যাইবে না;

(জ) সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তথ্য প্রদানকারীর গোপনীয়তা নিশ্চিত করিতে হইবে;

(ঝ) গবেষণা দলের কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে অনিয়ম কিংবা অর্পিত দায়িত্ব পালনে অবহেলার অভিযোগ উত্থাপিত হইলে কর্তৃপক্ষ সেই বিষয়ে তদন্তক্রমে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে;

(ঞ) গবেষণা শাখা অথবা অধিশাখা গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে;

(ট) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অনুমতিক্রমে গবেষণালব্ধ ফলাফল যথাযথ প্রচার নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার করা যাইবে (যেমন: কর্মশালা/সেমিনার, প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ, ওয়েবসাইট ইত্যাদি);

(ঠ) গবেষণার চূড়ান্ত বিল ভাউচারের ০১ (এক) কপি গবেষণা অধিশাখায় প্রেরণ করিতে হইবে; এবং

(ড) সময়ের পরিবর্তন কিংবা উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় গবেষণা নির্দেশিকার কোন পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের প্রয়োজন হইলে গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে তাহা যথাযথ কর্তৃপক্ষ অনুমোদন করিবেন।

(ঢ) গবেষণা বরাদ্দের মাধ্যমে কোনো ধরনের মূলধনী দ্রব্যাদি (একাধিক অর্থবছরে ব্যবহারযোগ্য পণ্য ও সামগ্রী) ক্রয় করা হইলে তাহা গবেষণা কার্যক্রম সমাপ্তিতে আবশ্যিকভাবে গবেষণা দল কর্তৃক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে জমা প্রদান করিতে হইবে।

(ণ) সরকারি অর্থব্যয়ে স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনে প্রতি অর্থবছরে যেই সকল গবেষণা চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করিবে সেই সকল গবেষণা দলের এক বা একাধিক সদস্যকে গবেষণার নীতিমালা, গবেষণার অর্থছাড়, অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে অগ্রিম আয়কর ও ভ্যাট কর্তন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হইবে। এই লক্ষ্যে গবেষণা খাতের বরাদ্দ হইতে অর্থ বছরের শুরুতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখা যাইবে।

২০। এই নির্দেশিকার বর্ণিত কোন বিষয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে বা কোন প্রকার জটিলতা তৈরি হইলে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।